বঙ্গ-কাহিনী

শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি-এ

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি-এ।
বিঝারি-উপসি তারাপ্রসন্ন হাই-স্কুল।
উপসি, ফরিদপুর।
বঙ্গাব্দ ১৩৪০।

প্রথম সংস্করণ।

পালং শান্তিকুঞ্জ প্রেসে,
শ্রীহরিপদ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্য

পিতৃদেব ৺রামপ্রসাদ সেন

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু—

দেব,

দিব্য-ধামে আছ তুমি, ভক্তি-ভরে চরণে তোমার
অর্ঘ্য দিনু বঙ্গের কাহিনী শুধু, দীন উপচার।

সেবকাধম

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

নিবেদন।

বঙ্গদেশের বীরত্বের অনেক কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'বঙ্গ-কাহিনী'তে প্রাচীন ও মধ্য-যুগের কয়েকটি মাত্র কথা ছন্দে গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছি। তথ্য-সঙ্কলনে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র।

বঙ্গ-কাহিনী।

বঙ্গ-জননী।

সুমেরু-দুহিতা! সোনার বাংলা!
জননি! জন্ম-ভূমি!
সফল মানিনু জনম্ আমার,
যে দিন শ্যামল-অঙ্কে তোমার
তুলিলে মুছা'য়ে নয়নের ধার,
আদরে কপোল চুমি'।

মহামায়া-মেঘ হৃদয়-গগনে
আবরিলে জ্ঞান-রবি,
ফুকারি' যখন উঠিনু কাঁদিয়া,
দুখের অনলে দহিল এ'হিয়া,
শান্তি তখন লভিনু হেরিয়া
তোমার পুণ্য-ছবি ;—

শুভ্র, উজল তুষার-কিরীট
চিকুর-কৃষ্ণ শিরে ;
অঙ্গে শ্যামল দুকূল-বাহার,
অনিলে ব্যজন করে অনিবার,
পখালে রাতুল চরণ তোমার
সুনীল সিন্ধু-নীরে।

উপরে কখন শোভিছে তপন,
কখন চন্দ্র, তারা ;
দানে পরিমল কুসুম-নিকর,
অমৃতের ধারা কভু জলধর,
উঠিছে কাকলী শ্রুতি–সুখকর,
কখন জলধি-সাড়া।

ধ্বনি' দশদিক ভক্ত-কণ্ঠ
বন্দনা-গীতি গাহে ;—
কেহবা গাহিছে, "সুখদে ! বরদে !"
কেহবা ডাকিছে, "শ্যামা জন্মদে !"
শির দিয়া ডারি পদ-কোকনদে
কেহ বা তুষিতে চাহে।

স্নেহময়ি, মাগো, হরিছ নিয়ত
ভবের তৃষ্ণা, ক্ষুধা,—

মঙ্গল-করে আহরি' অন্ন
মুখে তুলি' দিয়া করিছ ধন্য ;
মিটায় পিয়াসা তোমার পুণ্য
গঙ্গা-যমুনা-সুধা।

কোথা' ছিনু আগে, কেন বা এখানে,—
সকলি গিয়াছি ভুলি ;
নাহি কোন খেদ,—জেনেছি এ সার,—
তুমি মা ! দেবতা, স্বর্গ আমার ;
শিখেছি জপিতে মন্ত্র তোমার
শুনিয়া মধুর বুলি।

মিনতি করিগো জননি ! তোমার
চরণ-কমলে লুটি',—
যতদিন দেহে থাকিবে জীবন,
সুখের ছলনা, দুখের বেদন
নাহি যেন পারে ভুলা'তে কখন
তোমার চরণ দু'টি।

তোমারি শ্যামল-অঞ্চল ধরি'
করি সদা ছুটাছুটি ;
অন্তিমে যবে মুদিব নয়ান
থাকি যেন তব অঙ্কে শয়ান,—

হৃদি-সরোবরে কমল-সমান
উঠিও জননি ! ফুটি'।
ঘুরিয়া ফিরিয়া যদি গো জননি !
আবার ধরায় আসি,
সোনার বঙ্গে লভিয়া জনম
গাহি যেন,—"দেবি ! ধরম, করম
তুমি মা ! বঙ্গ ! সাধনা পরম,
তোমারেই ভালবাসি।

তাড়িত পুত্র।

বুদ্ধ যখন ফিরি' দেশে দেশে
গাহিল মুক্তি-বাণী,
বাংলা তখন সোনার দেশ,
শিল্প, কৃষির বিত্ত অশেষ,
ছিলনা কাহারো অভাবের লেশ,
হিংসা-দ্বেষের গ্লানি।

রাজাসনে বসি' প্রবল-প্রতাপ
নৃপতি সিংহবাহু ;—
চরগণ আসি' কহে, "মহারাজ!
কি কহিব ? কথা নাহি সরে আজ,—
যশোদিবাকরে গ্রাসে যুবরাজ,
বিজয়-সিংহ-রাহু।"

দলে দলে প্রজা করে নিবেদন
যুড়ি' কম্পিত-পাণি,—
"ওগো মহারাজ! নিঠুর কুমার
নিশিদিন করে ঘোর অনাচার;
গৃহ-দাহ, কভু দারুণ প্রহার,—
কি দোষে কিছুনা জানি।"

এতেক শুনিতে গভীর কালিমা
ফুটিল রাজার মুখে;
যুবরাজে ডাকি' কহিলা,— "কুমার!
ভাবিনু বৃদ্ধ বয়সে আমার
সঁপি' তব হাতে রাজ্যের ভার,
থাকিব পরম-সুখে।
কিন্তু তোমার হেরি' ব্যবহার
লজ্জায়, ক্ষোভে মরি,
না পারি' সহিতে পীড়ন তোমার,
প্রজাকুল সদা করে হাহাকার;
বসেছি করিতে বিচার তাহার
ন্যায়ের দণ্ড ধরি'।"

রুষিয়া কহিল রাজার কুমার
ঊর্দ্ধে তুলিয়া শির,—

"একি মহারাজ, স্পর্দ্ধা প্রজার!
চাহিছে তাহারা বিচার আমার!
নিবে প্রতিশোধ শীঘ্র ইহার
বিজয়-সিংহ বীর।"
স্তব্ধ হইল রাজসভাতল।
ক্ষণেক নীরবে বসি',
"যুবরাজ!"— রাজা করিলা আদেশ,—
"যাও আজি চলি' ছাড়ি' এই দেশ,
নহিলে জীবন করিবেক শেষ
দীপ্ত ঘাতক-অসি।"

অভিমান-ভরে রাজার কুমার
জননীর কাছে আসি',
রাজার আদেশ করি' নিবেদন
মাগিল বিদায় পূজিয়া চরণ;
কাঁদিল জননী,—বরষে নয়ন
তপ্ত অশ্রু-রাশি!
সাত শত তা'র ডাকি' অনুচর
বিজয়-সিংহ কহে,—
"সাজাও ডিঙ্গা, বাজাও বিষাণ,
লঙ্ঘি' সাগর করিব প্রয়াণ;

দেখিব বিধির কি আছে বিধান,
নাহি বিলম্ব সহে।"

তাম্রলিপ্তি-বন্দর-ঘাটে
মিলিল সকলে যবে,
রাজার কুমার দেশের ধূলায়
লুটি' নিজ শির লভিয়া বিদায়,
অনুচর সাথে উঠিল ডিঙায়
"জয় মা! বঙ্গ!" রবে।
বান্ধব যত আছিল সেখানে
তুলে ক্রন্দন-রোল;
গভীর তখন গরজে সাগর,
উড়ে পত্ পত্ পতাকা-নিকর,
নাবিকের দল খুলিল বহর,
"বদর, বদর"—বোল।

উত্তর-বায়ে পাল তুলি' দিয়া
আঁটিয়া ধরিল হাল;
ছুটিল তরণী নাচিয়া নাচিয়া,
তরঙ্গ-দল দলিয়া দলিয়া;
নীলাকাশ যেন চলিল বাহিয়া
শুভ্র জলদ-জাল।

ঘিরি' চারিদিক রয়েছে পড়িয়া
চক্রবালের রেখা ;
উপরে গগন করে ঝলমল,
নিম্নে সাগর বহিছে উছল,
জল, জল, জল, কখন কেবল
পাখীর কালিমা-লেখা।

প্রভাতে উঠিছে তরুণ-তপন
সাগরে করিয়া স্নান ;
হাসিছে মধুর সুনীলাম্বর,
সলিলে মৃদুল কনক-লহর,
তরণী-বহর বহে তর্ তর্
শুনিয়া সারির গান।
দুপুরে দখিণ আকাশে উজলে
দীপ্ত ময়ুখ-মালা ;
পশ্চিমে পুনঃ ঢলি' ধীরে ধীরে,
ডুবিছেন রবি সাগরের নীরে,
ফুটা'য়ে শ্যামল-নীরদ-নিকরে
সোনালী কিরণ-জ্বালা।

আসে নিশীথিনী বরিতে চন্দ্রে
সাজা'য়ে বরণ-ডালা ;

সুনীল পাত্রে দীপ অগণন,
সুনীল অঙ্গে সুনীল বসন,
শোভে ছায়াপথ মোহন-তোরণ,
ধরণী বাসর-শালা।
নিশীথের পর আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি ;
নাহি কোথা থল,—শুধু জল, জল ;
উল্লাস-ধারা তবু অবিরল ;—
"মরিলে না হয় মরিব সকল,
রাখিব বীরের খ্যাতি।"

সহসা আসিল নিঠুর বারতা
স্ফূর্ত্তি হইল শেষ ;—
"শূন্য হয়েছে বিপুল ভাঁড়ার,
বেশী যদি চলে, দিন তিন চার ;
তিল তিল করি' মরিব এবার
নাহি সংশয়-লেশ।"
শুষ্ক হইল সকলের মুখ !
বিজয়-সিংহ হাসি'
কহিল,—"কি হবে চার দিন পর,
ভাবিতে সে কথা নাহি অবসর ;

উঠুক আবার প্রমোদ-লহর
ডুবুক চিন্তা-রাশি।"
কাঁপিল আকাশ, কাঁপিল বাতাস
মহা-কল্লোল-তানে,
কেহ বা হাসিছে, কেহ বা নাচিছে,
একের অঙ্গে অন্যে ঢলিছে,
বাজায়ে বাদ্য কেহ বা মাতিছে
হাস্য-রসের গানে।

করি' চীৎকার তর্জ্জনী তা'র
ধরি' নৈঋত-কোণে,
কহে একজন, "দেখ, দেখ, ঐ"
অন্যে কহিছে, "কৈ? কৈ? কৈ?"
উঠে সোর-গোল, মহা হৈ চৈ
কার কথা কেবা শোনে!
বিজয়সিংহ নিরখে নীরবে,—
থামিল সকল গোল।
নাবিক-প্রধানে কহিলা ডাকিয়া,
"ধরনা তরণী ঐ দিক দিয়া!
ঐ দেখ কূল রয়েছে বাঁকিয়া।"
আবার উঠিল রোল।
দেখিতে দেখিতে কাল বাঁকা-রেখা
শ্যামল হইয়া ফুটে,

তাহার উপরে আকাশের গায়
জলদের মত পর্ব্বত-কায়
থরে, থরে, থরে নীল-কালিমায়
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে।
বায়ুভরা পালে ডিঙার বহর
আসিল তীরের কাছে,
অগণিত লোক সারি, সারি, সারি
বিস্ময়ে, ভয়ে রয়েছে নেহারি,'
সম্মুখে যত শরাসন-ধারী
বিপদ ঘটে বা পাছে।

হেরি' এ দৃশ্য বিজয়সিংহ
কহে অনুচর-গণে,—
"অকূল পাথারে যাত্রী সকলে,
লভিলাম কূল ভাগ্যের বলে,
বড় কিছু কাজ সাধিব ভূতলে
জানিও সকলে মনে।
উঠ বীরগণ, ধর শরাসন,
পরিঘ, পরশু করে,
নবীন দেশের নবীন সমর,
মরিলে মরিব, হইব অমর,—

দেখাব মোদের অস্ত্র-নিকর
বজ্র-শক্তি ধরে।”

বাজিল তূর্য্য, ধ্বনিল শঙ্খ
তুমুল বাঁধিল রণ,
বিজয়সিংহ ধনুকে তাহার
গাণ্ডীব-সম দিল টঙ্কার,
করে দুই দল দারুণ প্রহার,
জীবন-মরণ পণ।
সংহত-বল, সমর-কুশল,
অস্ত্র-শস্ত্র সেরা,
বাঙ্গালী তাই জিনিল সে রণে,
বিজয়সিংহ বসি' রাজাসনে,
নূতন রাজ্য বাঁধিল শাসনে
সুনীল সাগরে ঘেরা।
দক্ষিণাপথ-রাজের কন্যা
মহা = সমারোহে আনি',
নবীন নৃপতি প্রচারি' আদেশ,——
“সিংহল নাম লভিল এ দেশ,
ধরুক রাজ্য উৎসব-বেশ,”
গ্রহণ করিল পাণি।

——*——

প্রবুদ্ধ-শক্তি।

মহারাজ শিলাদিত্য
রাজাসনে উঠি' ভাবিলেন মনে,
অতি শোকাতুর-চিত্ত,—
রাজা শশাঙ্ক নিঠুর, পামর
বধিল আমার প্রিয় সহোদর ;
দিব প্রতিশোধ, জ্বলিবে অবোধ
অনুতাপানলে নিত্য।

সেনাপতিগণে কহিলা ডাকিয়া,
নয়নে রোষের দীপ্তি,—
"বঙ্গ-রাজ্য কার' খান্‌খান্‌
অনলে পোড়া'য়ে করিব শ্মশান ;
হেরি' শশাঙ্কে ভিখারী-সমান
লভিব পরম তৃপ্তি।
শত্রু আমার না হয় য'দিন

সমরে পর্য্যুদস্ত,
জানিও সকলে করিলাম পণ,—
অনশনে যদি' যায় এ' জীবন,
এ'মুখে অন্ন দিবেনা কখন
আমার দখিণ হস্ত।"
উল্কার বেগে ছুটিল বঙ্গে
সেনানী অর্দ্ধ লক্ষ;
ধ্বনিল ডঙ্কা জলদ-মন্দ্র,
বিদরে গগন, শ্রবণ-রন্ধ্র,
কাঁপিল সঘন লুপ্ত-তন্দ্র
আর্য্যাবর্ত্ত-বক্ষ।

শুনি'সে বার্ত্তা রাজা শশাঙ্ক
করিলা সমর-সজ্জা;
কহিলা সবারে,—"কর অবধান,
আসিছে শত্রু প্লাবন-সমান,
ধর শরাসন, মুক্ত-কৃপাণ
ছাড়িয়া সুখের শয্যা।"
বৌদ্ধ যতেক মিলি' দলে দলে
কহিল, বিষম ক্রুদ্ধ,—
"রাজা শশাঙ্ক অতি দুরাচার,
বোধি-তরু পুড়ি' করে ছারখার;

বৌদ্ধ আমরা শত্রু তাহার,
কভু না করিব যুদ্ধ।"
"কাপুরুষ তোরা,"—কহে একজন,
"নাহি কি তোদের লজ্জা ?
লুটিবে শত্রু এ' সোনার দেশ,
দেখিবি কি শুধু মজা করি' বেশ ?
স্বদেশ-দ্রোহিতা করেছে প্রবেশ
তোদের অস্থি-মজ্জা।"
"থানেশ্বরের বৌদ্ধ নৃপতি
মোদের ধর্ম্ম-মিত্র,"—
উচ্চ-কণ্ঠে কহিল অপরে,—
"রাজা শশাঙ্ক হারিলে সমরে,
বৌদ্ধ বিহার-চৈত্য-নিকরে
ভরিবে দেশের চিত্র।"

ভিক্ষু-প্রধান কহিলা তখন
তুলিয়া কার্ম্মুকাস্ত্র,—
"মুক্তির বাড়া স্বদেশ আমার,
শির দিব ডারি চরণে তাঁহার,
স্বাধীনতা বিনে চৈত্য, বিহার
মিথ্যা ধর্ম্ম-শাস্ত্র !
বন্যার মত শত্রু-বাহিনী

আসিছে ভীষণ-রঙ্গে,—
রাজার উপর করি' অভিমান
স্বদেশের যদি কর অপমান,
কেমনে তোমরা দেখাবে বয়ান
নিখিল-বৌদ্ধ-সঙ্ঘে ?"

বাজিল নাকাড়া, ধ্বনিল শঙ্খ,
পলকে ভাঙিল ভ্রান্তি ;
ধর্ম্ম-বিরোধ ভুলিয়া সকলে
জননীর ডাকে মিলি' দলে, দলে
শত্রু-সেনানী রুধিল সবলে,—
নৃপতি লভিল শান্তি।
থানেশ্বরের বিপুল বাহিনী
বিজয় লভিতে ব্যগ্র ;
ক্ষুদ্র-বঙ্গ না পারি' জিনিতে
ভাবে মহারাজ বিস্মিত-চিতে।
জাগিছে বাঙালী,—হেরিলা চকিতে,—
জাগিছে সুপ্ত—ব্যাঘ্র।

প্রতিশোধ।

কাশ্মীর-পতি ললিতাদিত্য
লিখিলা শতেক পত্র,
"নিখিল ভারতে যত নরপতি
চরণে আমার জানাও প্রণতি ;
কাশ্মীর-রাজ ভারতের আজ
নৃপতি একচ্ছত্র।"

, অশ্ব, পদাতি ছুটিল,
বাজিল সমর-ডঙ্কা ;
উত্তরাপথ উঠিল কাঁপিয়া,
রাজাসন কত পড়িল টলিয়া,
মুক্তাপীড়ের বাহিনী হেরিয়া
লাগিল বিষম শঙ্কা।
ধূলির আঁধারে লুপ্ত তপন,
পথ-হারা যত পান্থ

থরে, থরে, থরে মেঘের সৃষ্টি,
বরষে কখন রক্ত-বৃষ্টি,
হিমালয় হ'তে দক্ষিণাপথে
সুদূর সাগর-প্রান্ত।

পঞ্চনদের যতেক রাজ্য
শতধা করিয়া চূর্ণ,
বিজয়-সেনানী বিজয়-গরবে
উতরি' গঙ্গা ছুটিল আহবে ;
কান্যকুব্জ ভয়েতে ন্যুব্জ,
ভীতি-কোলাহলে পূর্ণ
যশোবর্ম্মার কীর্ত্তি-চিহ্ন
পলকে হইল লুপ্ত,—
শিল্প-কলার শোভন আকর
দেব-নিকেতন, প্রাসাদ-নিকর।
সমর-ক্ষেত্রে মুদিত-নেত্রে
নরপতি চির-সুপ্ত।
বঙ্গাধিপতি দিল উপহার
শতেক ধবল-হস্তী,
ললিতাদিত্য লভিল শান্তি,
পুলকে ঘুচিল রণের ক্লান্তি ;

আর্য্যাবর্ত্তে সমরাবর্ত্তে
আসিল পরম স্বস্তি।

দিগ্বিজয়ীর বাহিনী তখন
চলিল দাক্ষিণাত্যে ;
ছোট, বড় যত রাজ্য জিনিয়া
কাশ্মীরে যবে আসিল ফিরিয়া,
"জয়! জয়! জয়!" চারণ-নিচয়
ধরিল গান উদাত্তে।
বিহিত বিধানে হ'ল সমাপন
রাজসূয় মহাসত্র ;—
মুক্তাপীড়ের চরণে অর্ঘ্য
দিল সমাগত নৃপতি-বর্গ ;
শোভে কাশ্মীরে ভারতের শিরে
রাজাধিরাজের ছত্র।

কাশ্মীরবাসী মাতিছে তখনো—
নানা উৎসব-রঙ্গে ;
নরপতিগণ দেশে ফিরি' যায় ;
উদয়চন্দ্র মাগিয়া বিদায়
ত্যজি' শ্রীনগর সাথে অনুচর
চাহিল ফিরিতে বঙ্গে।

"বঙ্গাধিপতি! কোথা যাবে আজ?"
কহিলা ললিতাদিত্য,—
"নহ শুধু তুমি অতিথি আমার,
থাক কিছুদিন রাজ্যে সখার,
এ'মর জগতে মহাজন-মতে
মৈত্রী পরম-বিত্ত।"

পরিহাসপুরে গেলা দুইজন,
সঙ্গে রক্ষি-বৃন্দ;
গগন-চুম্বী মন্দির-শির,
হেরিয়া কেশবে, ঢালি' আঁখিনীর,
যুগল মিত্র চির-পবিত্র
পূজিল পদারবিন্দ।
কাশ্মীর-রাজ দেবতা-চরণে
ধরিয়া আপন মস্ত,
উদয়চন্দ্রে কহিলা, "নৃপতি,
যতদিন হেথা করিবে বসতি,
অঙ্গে তোমার, শপথ আমার,
কেহ না তুলিবে হস্ত

ধরণী-স্বর্গ ত্রিগামী-পুরীতে
রম্য প্রমোদ-কুঞ্জে,

অরুণের রাগ গগনে সুনীল,
ধীরে ধীরে বহে মলয়-অনিল,
গাহে অলিদল, পিয়ে পরিমল
বিকচ-কুসুম
বিলাস-বিভোর বঙ্গাধিপতি
বসিয়া আপন কক্ষে,—
গায় পিকরাজ আকুল-পরাণ,
নর্ত্তকীদল ধরিলেক তান,
রূপের ঝলকে পলকে পলকে
খেলিছে বিজুলী চক্ষে।
সঙ্গীত-সনে বাজিছে নূপুর,
ললিত বিলাস-নৃত্যে,
প্রমোদ-সাগরে উঠে তরঙ্গ,
নিমেষে নিমেষে নবীন রঙ্গ ;—
বঙ্গের বীর হেরিছে অধীর
মুগ্ধ-বিবশ-চিত্তে।

উঠিল নূপুর-শিঞ্জন-মাঝে
বাজিয়া সমর-অস্ত্র :
শঙ্কা-বিকল থামিল নূপুর,
কাঁপিয়া উঠিল রাগিণী বেসুর,

নর্ত্তকী-দল পালা'ল সকল
ধরিয়া কবরী-বস্ত্র।
কুঞ্জ-কাননে কল-কল্লোলে
ছুটিল শোণিত-গঙ্গা
উদয়চন্দ্র বুঝিলা চাতুরী,—
মায়াজাল শুধু মৈত্রী-মাধুরী!
ভাঙ্গিল ভুল, মথি' অরি-কুল
পড়িল,—লুপ্ত সংজ্ঞা।

অনুচরগণ যুঝে প্রাণপণ
নাহি দিবে রণে ভঙ্গ;
বঙ্গ সেনার শৌর্য্য মূর্ত্ত
হেরিয়া মোহিত শত্রু ধূর্ত্ত।
মরিতে মরিতে লাগিল কহিতে,—
"নিবে প্রতিশোধ বঙ্গ।"
কহে উল্লাসে ললিতাদিত্য,—
"মনস্কামনা সিদ্ধ!
ভারতে আমার একাধিপত্য,
কিসের মৈত্রী? কিসের সত্য?"
অন্তর তবু জ্বলি' উঠে কভু
অনুতাপ-বাণে বিদ্ধ।

"প্রমোদ-ভবনে হয়েছে নিহত
নৃপতি উদয়চন্দ্র,"—
বাঙ্গালী যত শুনি' সংবাদ,—
সুনীল গগনে অশনি-নিপাত !
কাঁপায়ে পবন, কাঁপায়ে গগন
তুলিল রোদন-মন্দ্র।

শোকের আবেগ প্রশমিত যবে,
মহাবীর বল-দৃপ্ত
রাজার ভক্ত শতেক সৈন্য
করি' নিজ প্রাণ তুচ্ছ গণ্য
উন্নত-শির কহে যত বীর
রোষে, অভিমানে ক্ষিপ্ত

"পরিহাসপুরে দেব-বিগ্রহে
নাহি দেবতার সত্তা,
নহিলে কেমনে কেশব-চরণে
করি' অপরাধ, হর্ষিত মনে
কাশ্মীর-পতি অতি দুর্ম্মতি
অতিথি করিল হত্যা ?

তীর্থ-যাত্রী সাজিয়া করিব
কেশব-মূর্ত্তি ধ্বংস ;
ললিতাদিত্য দুষ্ট-পামর

হেরিবে আপন কীর্ত্তি-নিকর
হইল লুপ্ত,—শতেক সুপ্ত
পাষাণ-দেবতা-বংশ।”

গৈরিক-বাস ধরিয়া অঙ্গে
চলিল যাত্রী সঙ্ঘ;
গুপ্ত অস্ত্র ধরিয়া অঙ্গে
কাশ্মীরে যায় বিপুল রঙ্গে,
মাঝে মাঝে গায় পুলকিত-কায়,—
“দিও মা সিদ্ধি বঙ্গ।”
শ্যামল, ঊষর ভ্রমি’ নানা দেশ
ছাড়ি’ কর্কট ক্রান্তি,
যাত্রীর দল হরষে ছুটিল,
পঞ্চনদের তটিনী তরিল,
কাশ্মীরে আসি’ শতেক প্রবাসী
ভুলিল পথের শ্রান্তি।

ললিতাদিত্য উত্তর-দেশে
শোভিত ধবল-শৃঙ্গে,
সরোবর-তীরে করিছে বিহার
হেরি’ বসন্ত-মাধুরী-বিথার ;

ফুল্ল-কমলে ভ্রমে দলে দলে
মত্ত মধুপ ভৃঙ্গে।

পরিহাসপুরে কাহারা ঐ যে,
বসন রক্ত-বর্ণ?
ক্রোধের দীপ্তি জ্বলিছে নয়ানে,
অরুণের ছটা উছলে বয়ানে;
অধর কখন কাঁপিছে যেমন
অনিলে সরোজ-পর্ণ?
দেব-মন্দিরে পুরোহিতগণ
দুয়ার করিল রুদ্ধ;
যাত্রীর দল কহিল সকলে,—
"পূজিব কেশব-চরণ-কমলে;
দ্বার খুলি' দাও, দর্শনী নাও,
নহিলে করিব যুদ্ধ।"
পাণ্ডা-প্রধান কহিল রুষিয়া,—
"বঙ্গের যত যাত্রী,—
রাজার আদেশ,—দেব-দর্শন
পাবেনা, পাবেনা, পাবেনা কখন;
পরিহাসপুর যাও ছাড়ি' দূর,—
আসিছে তামসী রাত্রি।"

যাত্রীর দল ফেলিল তখন
কপট তীর্থ-সজ্জা ;
গদার আঘাতে খুলিল দুয়ার,
ঘোর কলরবে চলিল প্রহার ;
ছুটিল রুধির, চূর্ণিত-শির,
মাংস, অস্থি, মজ্জা।
শ্রীনগর হ'তে আসিল ছুটিয়া
বহু-সহস্র সৈন্য ;
বাঙ্গালী তবু চাহেনা পিছনে,
ভাঙিছে মূর্ত্তি, শঙ্কা না গণে ;
জীবন-মরণ তুচ্ছ তখন,
তৃণের সমান গণ্য।
কেশব-দেবের রম্য মূর্ত্তি
যখন হইল ভগ্ন,
পুরোহিতগণ শঙ্কিত-মন ;
যাত্রীর দল কহিল তখন,—
"রাখিনু শপথ সাধি' মনোরথ"—
মহা উল্লাসে মগ্ন।

শতেক যাত্রী একে একে যবে
লভিল ধরণী-শয্যা,
কাশ্মীরী যত মিলি' দলে দলে,

"ধন্য বাঙালী!" কহিল সকলে।
কাশ্মীর-রাজ কহিলেন,—"আজ
পাইনু বিষম লজ্জা;
মিথ্যা কেবল বুঝিনু এখন
মুক্তাপীড়ের গর্ব্ব;
গিরি, নদী, মরু, বনানী মথিয়া,
একশত সুধু বাঙালী আসিয়া,
কেশব-মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া
দর্প করিল খর্ব্ব!"

গুরু।

কাঁপাইয়া দশদিক উচ্চ-কণ্ঠে ফুকারিল দ্বারী,—
"আসিছেন চেদিরাজ কর্ণ মহামতি।"
সারি সারি
পাত্র-মিত্র, সভাসদ সভাতলে উঠিয়া সকলে
নিবেদিল ভক্তি-অর্ঘ্য নৃপতির চরণ-যুগলে
তুলি' যুক্ত-কর শ্রদ্ধানত-শিরে।
বসি' রত্নাসনে
কহিলেন মহারাজ,—"মিত্রগণ! ধিক্ এ জীবনে!"
সমর-বিমুখ মোর বৃথা গর্ব্ব, বৃথা অভিমান
চেদিরাজ বলি, ভাবি যবে বীরত্বের পীঠস্থান
এই রাজ্য একদিন করিল শাসন ক্ষত্রবীর
মহারাজ শিশুপাল। তাই মনে করিয়াছি স্থির,—
চেদিরাজ কর্ণনাম করিব সার্থক, দিগ্বিজয়ে
জিনি' যত বীর-নরপতি।"

শুনিল কেহবা ভয়ে
কেহবা বিস্ময়ে ; কেহবা উঠিল মাতি' বীররসে
সমরের নাম শুনি'। উত্তরিল বিপুল হরষে
সেনাপতি,—"মহারাজ ! যোগ্য তব দিগ্বিজয়-পণ,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রণ ; যাচি আজ্ঞা, করি আয়োজন
সমরের অভিযান।"
"যাও এবে, দিনু অনুমতি"—
কহিলেন মহারাজ,—"রণসজ্জা কর শীঘ্রগতি,
মগধ জিনিব আগে।"
এত বলি' ছাড়িয়া আসন
চলিলেন নরপতি। মুক্ত—অসি তুলি' রক্ষিগণ
ছুটিল পশ্চাতে। "জয় কর্ণ, জয় মহারাজ।"-ধ্বনি
মুখরিল রাজ-সভাতল।

আসন্ন প্রলয় গণি'
মগধের অধিপতি নয়পাল করিলা আদেশ,—
"সংসারের রঙ্গমঞ্চে জীবলীলা হইবেক শেষ
একদিন ; হে মগধবাসী, ধর অস্ত্র, কর পণ,—
জীবন থাকিতে দেহে নাহি যেন পারে শত্রুগণ
কেশাগ্র করিতে স্পর্শ দেশ-মাতৃকার।"
নালন্দায়
মহাস্থবির শ্রীজ্ঞান বসি' মঞ্চাসনে, অনধ্যায়

করিলা ঘোষণা। "শিষ্যগণ,"— কহিলেন দীপঙ্কর,—
"বিপন্ন স্বদেশ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনে অবসর
নাহি; গ্রন্থ ছাড়ি' ধর অস্ত্র।"
শিষ্যগণ বজ্রাহত
রহিল নীরব। "ধরি দেব, অহিংসা পরমব্রত।"
উত্তরিল একজন।
স্মিত-মুখে উঠি' দীপঙ্কর
কহিলেন,—"জানি বৎস, শ্রীবুদ্ধের নিদেশ অমর,—
অহিংসা পরম ধর্ম্ম; কিন্তু বৎস, রক্ষিতে স্বদেশ
করিবে যে রণ তুমি, নাহি তাহে অধর্ম্মের লেশ;
দেশের সেবায় কোথা হিংসা?
বৌদ্ধ-শত্রু কর্ণ আসি'
কাড়ি' যদি লয় দেশ, করে ধ্বংস বৌদ্ধ শাস্ত্র-রাশি,
চৈত্য-স্তূপ-বিহার-নিচয়, কোথা তবে র'বে ধর্ম্ম?
কোথা র'বে অহিংসা-নির্ব্বাণ? ধর অস্ত্র, পর বর্ম্ম,
রক্ষা কর জননী স্বদেশে; শৃঙ্খলিতা মাতা যার
মিথ্যা তা'র জ্ঞান-মুক্তি।"
"দেশ-রক্ষা কর্ত্তব্য রাজার"—
উত্তরিল অন্য শিষ্য।
"দেশ নহে শুধু নৃপতির"—
কহিলা শ্রীজ্ঞান,—"রাজা, প্রজা সবে মোরা জননীর

অন্ন-জলে ধরি দেহ ; মাতৃ-দ্রোহী শিষ্য গণি তা'রে
দেশের বিপদে যেবা রহি' উদাসীন, গ্রন্থাগারে
গ্রন্থরাজি পড়ে নিশিদিন।

বাঙ্গালা স্বদেশ মোর,
তথাপি মগধে আজি বিমাতার পুণ্য স্নেহ-ডোর
বাঁধিছে আমারে। যাও ত্বরা করি', যাও শিষ্যগণ,
বিদ্যালয় ছাড়ি' আজি অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া গ্রহণ
দ্বাদশ-সহস্র সেনা ধর্ম্ম-বলে, জ্ঞান-বলে বলী
হিংসা-রণে অহিংসার করিবে সাধনা।"

বনস্থলী,
গিরি-নদী উত্তরিয়া ধায় সবে কম্বু-কণ্ঠে গাহি'—
"জয়, জয় মগধের জয়!"

দেশবাসী দেখে চাহি'
নির্নিমেষ আঁখি তুলি,' বায়ু-বেগে চলিয়াছে ছুটি'
সন্ন্যাসী-বাহিনী রণে। ভালে সদা উঠিতেছে ফুটি'
ধ্বক্ ধ্বক্ বিজুলীর দ্যুতি।

শত্রুদল ভাবে মনে,—
"পরাজয় অনিবার্য্য বুঝি!"

একি আজি বজ্রাসনে!
মঠের সম্মুখে যেন রচিয়াছে বিশাল বনানী

লক্ষ লক্ষ অসি,বর্শা, ধ্বজ। ঊর্দ্ধে তুলি' দুই পাণি
সস্মিত, প্রশান্ত মুখে বাহিরিলা ধীরে ধীরে দ্বারে
দীপঙ্কর,—উদিলেন গিরিচূড়া রাখি' দুই ধারে
পূর্ণিমা-তিথিতে যেন পূর্ণ-শশধর, করজালে
উজলিয়া অরণ্য-কুন্তল।
"অহিংসার করবালে
পরাজিত তুমি কর্ণ! আজি,"—কহিলেন দীপঙ্কর,—
"মুক্ত এবে বীরবর।"
এত বলি' তুলি' দুই কর
খুলিলেন বন্ধনের পাশ; তারপর অশ্রুনীরে
কহিলেন নয়পালে,—"মহারাজ! মাতিবে অচিরে
রাজ্য তব বিজয়-উৎসবে; কিন্তু বাসনা আমার,—
কর্ণের হৃদয়ে যেন নাহি রহে কোন ক্রমে আর
পরাজয়-দুঃখ-স্মৃতি।"

থেমে গেছে ভীষণ সমর
চেদি ও মগধবাসী বৈরী-ভাব ভুলিয়া সত্বর
আনন্দের কোলাহলে দলে দলে বিবাহ-বাসরে
মিলিল সকলে আসি'। কর্ণরাজ প্রফুল্ল-অন্তরে
কন্যারত্ন যৌবনশ্রী সমারোহে করিলেন দান
মগধের যুবরাজে; বন্দিদল মাঙ্গলিক গান
গাহিল পুলকে।

নালন্দায় পুনঃ রুদ্ধ-দ্বার খুলি'
শিষ্যগণ বসে পাঠে শিরে ধরি' গুরু-পদ-ধূলি।

মুক্তি-তীর্থ।

মগধের রাজা জীবিতগুপ্ত
গেলা যবে পরপারে,
কেহ না রহিল বংশে তাঁহার
গ্রহণ করিতে রাজ্যের ভার,
দিকে দিকে চলে শত পাপাচার,
দেশ গেল ছারখারে।
আর্ত্তের রোল উঠিল যখন
রাজা গেলা পরপারে।

মগধের মত চলিল বঙ্গে
দারুণ অরাজকতা ;
যেখানে আছিল যা'র অধিকার
ক্ষুদ্র-রাজ্য গড়িল তাহার,
দুর্ব্বল যত সহে অবিরত
বলীর নিষ্ঠুরতা।
মগধের মত চলিল বঙ্গে
বিষম অরাজকতা।

সোনার বঙ্গে শান্তির ঘরে
অনল উঠিল জ্বলি' ;
সমাজ-বাঁধন টুটিল পলকে,
দস্যুর দল নাচিল পুলকে,
তপ্ত-রুধির ঝলকে ঝলকে
অগ্নি লভিল বলি।
সোনার বঙ্গে শান্তি-নিলয়ে
অনল উঠিল জ্বলি'।

কত শত রাজা বাংলার পানে
লোলুপ-দৃষ্টি হানে ;
পর্ব্বত হ'তে জলধির শেষ,—
কামরূপ হ'তে গুর্জ্জর-দেশ
কাঁপায়ে তুলিল যতেক নরেশ
সমরের অভিযানে।
বাংলার পানে কত শত রাজা
লোভের দৃষ্টি হানে।

উত্তর, পূব, পশ্চিম ঘেরি'
আসিছে শত্রুদল ;
কুঞ্জর-পাল করে বৃংহণ,
তুলে হ্রেষা-রব যত বাজিগণ,

পদাতি-বাহিনী করে গর্জ্জন
মুখরি' গগন-তল।
চক্র-আকারে বাংলার পানে
ছুটিছে শত্রুদল।

আত্ম-কলহে মজিছে বাঙালী
জননীর ব্যথা ভুলি
দেখিতে দেখিতে বিজয়-সেনানী
বাধা-বিপত্তি কিছু নাহি মানি'
নদী, পর্ব্বত মথিল বনানী,
আকাশে উড়িল ধূলি।
বাঙ্গালী তবু রহে উদাসীন
জননীর ব্যথা ভুলি'।

সুজলা, সুফলা সোনার বঙ্গে
চলিল লুণ্ঠতরাজ;
জননীর দেহে হেরিয়া রক্ত
তরুণ, প্রবীণ দেশের ভক্ত
মুক্ত-কৃপাণ ধরিল শক্ত,
পরিল রণের সাজ।
দেশের যতেক ভক্ত চাহিল
রুধিতে লুণ্ঠতরাজ।

নিখিল-বঙ্গ গোপালদেবকে
বরিল রাজার পদে ;
নবীন-নৃপতি ত্বরায় তখন
শাসন-দণ্ড করিয়া গ্রহণ
বাছিয়া লইলা যত বীরগণ
সামরিক পরিষদে।
অরাজক-দেশে শ্রীগোপালদেব
বসিলা রাজার পদে।

রাজ-বিক্রম হেরিয়া বাঙালী
শান্তি লভিল প্রাণে,
শত্রু-রাজারা চমকি' রহিল,
দস্যুরদল থমকি' থামিল,
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল
রাজমহিমার গানে।
গোপালদেবের হেরি' বিক্রম
শান্তি আসিল প্রাণে।

"বঙ্গ-মাতার করি' আরাধনা
হও মৃত্যুঞ্জয়,"—
উঠিল ধ্বনিয়া রাজানুশাসন,
"পূজিবে যাহারা মায়ের চরণ,

দেশ-হিত-তরে বিলা'বে জীবন
হ'বে না তা'দের ক্ষয়।
মাতৃ-মন্ত্রে সিদ্ধি লভিয়া
হও মৃত্যুঞ্জয়।"

নবীন রাজার এই মহা বাণী
পশিল যখন কাণে,
হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কার দিল,
মোহ, বিস্মৃতি নিমেষে ঘুচিল,
স্বদেশ-ভক্তি-উৎস ছুটিল
বঙ্গ-বাসীর প্রাণে।
নূতন জীবন স্পন্দিল যবে
মন্ত্র পশিল কাণে।

কম্বু-কণ্ঠে গাহিল বাঙালী
ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাণি,—
"তুমি মা বঙ্গ! জিনিয়া স্বর্গ,
বিতর চরণে চতুর্ব্বর্গ,
হৃদি-শতদল দিব মা! অর্ঘ্য,
আর পূজা নাহি জানি।"
কম্বু-কণ্ঠে গাহিল বাঙালী
দীপ্ত-কৃপাণ-পাণি।

গোপালদেবের আদেশে তখন
ডঙ্কা উঠিল বাজি',
কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, প্রবীণ
সমর-মত্ত নাচে ধিন্ ধিন্,
চলিল সঙ্গে বিপুল-রঙ্গে
হস্তি-তুরগ-রাজি।
বাঙ্গালী সেনা ছুটিল সমরে,
ডঙ্কা উঠিল বাজি'।

উভয় দলের বাহিনী আসিয়া
যুদ্ধে পড়িল ঝাঁপি',
হ্রেষা, বৃংহণ, বিকট-আরবে,
অসি-ঝঞ্ঝন্, টঙ্কার-রবে,
দলে, দলে, দলে ছুটিল আহবে,
সৃষ্টি উঠিল কাঁপি'।
জীবন-মরণ ভুলিয়া সকলে
সমরে পড়িল ঝাঁপি'।

সাগর-উর্ম্মি-আঘাতে যেমন
অচল শৈল-মালা,—
বাঙালীর ব্যূহ রহিল অটল,
শত্রু-বাহিনী ভীতি-বিহ্বল,

মুক্তি-তীর্থ

বাঙালীর মুখে খেলিল উজল
হাস্য-বিজলী-জ্বালা।
সমরাবর্ত্তে বঙ্গের সেনা
শোভিল শৈল-মালা।

অরাতি-বাহিনী করে পলায়ন
বাংলা অজেয় হেরি',
বঙ্গ-সৈন্য দিল হুঙ্কার,
অস্ত্র-শস্ত্রে উঠে ঝঙ্কার,
শরাসন-ধারী দিল টঙ্কার ;
বাজিল বিজয়-ভেরী।
শত্রু-বাহিনী করে পলায়ন
বাংলা অজেয় হেরি'।

বিজয়-পবনে হইল বিলীন
বিপজ্জলদ-দল,
স্বাধীনতা-রবি করে ঝল্‌মল্,
আবালবৃদ্ধ গাহিল সকল,—
"মুক্তি-তীর্থ জননি! কেবল
তোমার চরণ-তল।"
স্বাধীনতা-রবি উদিল বঙ্গে,
বিলীন জলদ-দল।

জনশক্তি।

সোনার বঙ্গে আজি
কেন দিকে দিকে ঘোর কোলাহল,
ডঙ্কা উঠিছে বাজি' ?
কেন দলে দলে জন-মণ্ডলী
রণ-সজ্জায় সাজি'
কেহবা ছুটিছে বীর-পদভরে
কেহবা আরোহি' বাজী ?
কেন মাঝে মাঝে কাঁপায়ে গগন
লক্ষকণ্ঠে কয়,—
"জয়, জয়, জয় বরেন্দ্র-বীর
শ্রীদিব্বোকের জয়।"

পিতার আসনে উঠি'
রাজা মহীপাল করিলা প্রচার
শাসন-বিধান ছুটি,—
"আমিই রাজ্য, বিধি মোর কথা ;
আমার কোনও ত্রুটি

যে কেহ ধরিবে অমনি তাহার
ছিঁড়িয়া ফেলিব টুঁটি।"
দলে দলে প্রজা শুনিল যখন
দারুণ শাসন-বাণী,
"হায়রে কপাল!"—কহিল সকলে
বক্ষে হানিয়া পাণি,—

"রাজা বিগ্রহপাল,
তব সাথে হায়! মধ্য-গগনে
আহরি' কিরণ-জাল
ডুবিল বঙ্গে শান্তি-তপন
আঁধারি' চক্রবাল!
কেন মহারাজ, হরিল তোমারে
অকালে নিঠুর কাল?
কোন্ পাপে প্রভু, বঙ্গের ভালে
ছিল নিয়তির লেখা,—
রাজা মহীপাল-ধূমকেতু উঠি'
ঘিরিবে ক্ষিতিজ-রেখা?"

শত অনাচার-ফলে
নিখিল বঙ্গে নগর, পল্লী
দুখের অনলে জ্বলে।

কত যে প্রজার বিত্ত-বিভব
হরণ করিল ছলে !
কত যে কুলের রমণী-রতন
লুঠিয়া লইল বলে।
শান্ত সমাজ বসুমতী-সম
সকল পীড়ন সহে !
রহিয়া রহিয়া মর্ম্ম আলোড়ি'
তপ্ত-শ্বাস বহে।

পরিষদ্-গৃহে পশি'
বসিতে রাজার মুকুট-রতন
একটি পড়িল খসি'।
রাজ-সহোদর শূরপাল দেব,—
কটিতে দুলিছে অসি,—
শুধাল উঠিয়া, দুঃখে তাহার
মলিন বদন-শশী,—
"কেন অকারণ প্রজার পীড়ন
কহ তাই মহারাজ !"
রামপাল কহে,—"অত্যাচার
রাজধর্ম্মের কাজ ?"

এতেক শুনিয়া বাণী
কহিলা নৃপতি রোষভরে তাঁর
কাঁপায়ে অধর-খানি,—
প্রজা হয়ে চাও রাজার জবাব
রাজাদেশ নাহি মানি' !
লঘু-দণ্ডের বিধানে ইহার
শাস্তি হবেনা জানি।"
আসিল ছুটিয়া রক্ষীবৃন্দ
মুক্ত কৃপাণ ধরি,'
রাজ-ভ্রাতা দুই গেল কারাগারে
শৃঙ্খল করে পরি'।

•

প্রধান সচিব ধীর
মুছি' আঁখি-নীর কহিলা উঠিয়া,—
"জানিও রাজন্! স্থির
শান্ত বঙ্গ-সমাজ-সাগরে
ক্ষুব্ধ হইল নীর,—
মহাবিপ্লব ঘটিবে রাজ্যে
কা'রো না থাকিবে শির।"
সহসা আসিয়া নিবেদিল চর,—
কণ্ঠ কাঁপিছে ত্রাসে,—

"প্রজা-বিদ্রোহ! নেতা দিব্বোক
গঙ্গার দিকে আসে।"

সুনীল গগন-ং
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ বিদ্রোহীদের
রক্ত-পতাকা জ্বলে।
তিস্তা, যমুনা, করতোয়া আর
চলন-বিলের জলে
তুলি' কল্লোল রণতরী যত
দক্ষিণ দিকে চলে।
স্থলপথে ধায় বরেন্দ্র-বীর,—
অশ্ব, পদাতি কতং!
লাঙ্গল, জাল, কলম ছাড়িয়া
ধরিল সমর-ব্রত।

বিপুল চিন্তা শিরে
রাজা মহীপাল সেনা সাথে করি'
আসিলা গঙ্গাতীরে।
নৌকা-মেলকে উতরি' তটিনী
চাহিয়া দেখিলা ফিরে,
বিদ্রোহীদের নৌ-সেনাপতি

সেতু ডুবাইল নীরে।
সমুখে শত্রু, পিছনে শত্রু,
তুমুল বাঁধিল রণ,—
প্রজার শক্তি, রাজার শক্তি
জীবন-মরণ পণ।

নাজানি কাহার বরে
কৈবর্ত্ত-বীর এ'মহা সমরে
বিপুল শক্তি ধরে,—
রাজকীয় সেনা লাগিল মথিতে
দীপ্ত-কৃপাণ করে ;
মহীপাল•তবু যুঝে প্রাণপণ
অসীম দর্প-ভরে।
দিবস-অন্তে দিকে দিকে দিকে
মশাল উঠিল জ্বলি'
নিবিড় আঁধার উজলি' উঠিয়া
পড়িতে লাগিল গলি'।

ফিরিল বঙ্গে দিন,
প্রজার শক্তি গরজি' উঠিল,—
"শোধিনু সমাজ-ঋণ।"

রাজা মহীপাল রণে পরাজিত
কহিলা কণ্ঠে ক্ষীণ,—
"শুভদিন আজি, কিন্তু আমার
ছিন্ন হৃদয়-বীণ !
নহিলে আমিও গাহিতাম,—'ওরে,
বাজা রে শিঙ্গা, বাজা ;
জন-শক্তির বোধন বঙ্গে,
দিব্বোক আজি রাজা।' "

সমর-তীর্থ।

‘এতই স্পর্দ্ধা !” কহেন্ বেজায় চটে
কলিঙ্গরাজ শুনি’ দূতের মুখে,—
“রাজন্, বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়,
কুমারপালের সাহস দেখ্‌ছি বড়,
একশ’ রাজার মুকুট করি’ জড়
সোনার সিংহ তৈরী কর্‌ছে সুখে।”
কলিঙ্গরাজ চটে উঠেন্ শুনি’
বঙ্গপতির কথা দূতের মুখে।

অনন্তদেব সোনার ডিঙায় উঠি’
বঙ্গদেশে চলেন্ সাগর-পথে ;
চল্‌লো বহর সারির ধ্বনি তুলি,’
নীল সাগরে ছুট্‌লো ফেনিল ধূলি,
উড়ায় যেমন উজল উল্কাগুলি
ছায়াপথে ইন্দ্রদেবের রথে !
“কুমারপালকে শিক্ষা দিব,” বলি’
কলিঙ্গরাজ চলেন্ সাগর-পথে।

"হায় রে বাংলা ! কপাল ভাঙ্‌লো বুঝি !"
মন্ত্রী গিয়ে রাজার কাছে কহে,
"শত্রু-বহর দখিণ সাগর-জলে,—
উৎকলীদের দীপ্ত-কেতন জ্বলে,
অনন্তদেব আস্‌ছে সদল বলে,
এই বিপদে আর কি ধৈর্য্য রহে ?"
মন্ত্রীমশায় জড়সড় ভয়ে
রাত দুপুরে রাজার কাছে কহে।

"ভয় কি মন্ত্রী ? মর্‌বো না হয় রণে !"—
কহি' কুমার সমর-সাজে উঠি,'
নৌ-সেনানী বৈদ্যদেবে ডাকি'
কহেন্ তা'রে,—"উষার নাইকো বাকি,
তন্দ্রা ভেঙে ডাক্‌ছে কুলায় পাখী,
পূব দিকে ঐ উঠ্‌ছে আলো ফুটি'।"
বাংলা-মায়ের ধূলি নিয়ে শিরে
চলেন্ রাজা সমর-ডিঙায় উঠি'।

ভাগীরথীর অমল, পুণ্য নীরে
চল্‌লো বহর "জয় মা বঙ্গ !"-বোলে,
কানন যেন পত্র ফেলি' ঝেড়ে,
হর্ষ-ভরে লক্ষ মাথা নেড়ে,

সাগর-পানে ছুটলো ভূমি ছেড়ে
লহর-তালে নেচে নদীর কোলে।
নারী, শিশু সবাই দেখ্‌লো চেয়ে
তরীর বহর চল্‌ছে গভীর রোলে।

নদী যেথায় মিশে সাগর-জলে,
বনের সবুজ মিলায় সিন্ধু-নীলে,—
দুই বহরে মেতে গেল রণে,
বিকট আরাব উঠে ক্ষণে ক্ষণে,
প্রতিধ্বনি জাগে অদূর বনে,
দ্বীপে দ্বীপে, বালি-ঘেরা ঝিলে।
গঙ্গা যেথায় মিল্‌ছে সাগর-জলে
সমর তীর্থ উঠ্‌লো সবুজ-নীলে।

ঘূর্ণিবায়ে পত্র যেমন উড়ে,
লাখে লাখে বাণ চলেছে ছুটে;
হাজার হাজার উজল করবালে
রবির কিরণ লক্ষ মাণিক জ্বালে;
সৈন্যগণের দীপ্ত কপোল-ভালে
পলে পলে তড়িৎ জ্বলি' উঠে।
নীল-সাগরে মাত্‌লো সবাই রণে
লাখে লাখে বাণ চলেছে ছুটে।

সোনার গায়ে রক্তবরণ মেখে
নাম্‌লে রবি পশ্চিমেতে বেঁকে,
বাঙ্গালীরা শত্রু ধর্‌লো চেপে,
উৎকলীরা উঠ্‌লো ভয়ে কেঁপে,
অনন্তদেব রাগে বিষম ক্ষেপে
সাহস দিলেন্ সোনার তরী থেকে।
বাঙ্গালীরা এলো বিষম রুখে
পশ্চিমেতে নাম্‌লে রবি বেঁকে।

বৈদ্যদেবের বহর আসি' ঘুরে
বেড়া জালে সোনার তরী ঘিরে;
অনন্তদেব ভাবি' দুঃখ-ভরে,
"যুদ্ধে হারি' পালাই কেমন করে?"—
খানিক পরে মুক্ত-অসি ধরে
ডিগবাজীতে পড়্‌লো সাগর-নীরে।
শত্রু-বহর ছিন্ন-ভিন্ন রণে,
বাঙ্গালীরা ধরলো যখন ঘিরে।

বঙ্গদেশের সৈন্য মিলি' যত
উৎসবেতে করে মাতামাতি;
বিজয়-বার্ত্তা ছুট্‌লো দেশে দেশে
ত্বরায় যেন তাড়িত-স্রোতে ভেসে।

বঙ্গপতি ভাবেন মধুর হেসে—
বঙ্গদেশের বাড়্লো বীরের খ্যাতি
যুদ্ধে জিতে বাঙ্গালীরা যত
উৎসবেতে করলো মাতামাতি।



আত্মাহুতি।

াপুরে কেদার রায়
অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া
দেশের মুক্তি চায়,—
হিন্দু, পাঠান, বৌদ্ধ মিলিয়া,
মৃত্যুর ভয় চরণে দলিয়া,
স্বাধীনতা-তরে মরিয়া হইয়া
মুক্তি-সমরে ধায়!
লক্ষ কণ্ঠে গায়,—
"দাসীর নিগড় কত দিন আর
হেরিব মায়ের পায়?—
জননী মুক্তি চায়।"

নৌ-সেনাপতি ডাকি'
কহিলা কেদার,—"শোন কারভেলো,
রাজা মানসিং নাকি
আনিছে বঙ্গে বাহিনী বিপুল,
শৌর্য্যে, বীর্য্যে অজেয়, অতুল
বিক্রমপুর নদী-সঙ্কুল,

তাইতো বলিয়া রাখি,--
জল-যুদ্ধের সঙ্কেত যত
চিত্রে রাখিও আঁকি ;
তরণী-বহর কর সজ্জিত
কিছু না রাখিও বাকি ;
আমিও এ দিকে স্থল-সেনা নিয়া
রণে প্রস্তুত থাকি।”

মানসিংহের সৈন্য-বাহিনী
সাগর-লহর প্রায়
সরিৎ-মেখলা বিক্রমপুর
মুছিয়া ফেলিতে চায় !
বন, উপবন করিয়া মথিত,
শস্য-ক্ষেত্র চরণে দলিত,
জীব-কুল যত করি' কম্পিত
কাল-বৈশাখী-বায়
যেমন বহিয়া যায়,
মোগল-সৈন্য ধ্বনি' দশদিক
বিক্রমপুরে ধায়,—
হেরিলা কেদার রায়।

"জয় মা ! ভবানী"—জপিয়া মন্ত্র,
তুলিয়া হস্তে আয়ুধ-যন্ত্র,
"মৃত্যু, না হয় মুক্তি-তন্ত্র
এ' দাস জননী ! চায়,
এই নিবেদন পায়।"—
কহিয়া কেদার অশ্ব-পৃষ্ঠে
মহাবেগে বাহিরায়,
থাকি' থাকি' তা'র ভক্তি-পুলকে
শিহরিয়া উঠে কায়,—
ছুটিলা কেদার রায়।

তুমুল বাঁধিল রণ।
দেখিয়া শুনিয়া অম্বর-পতি
ভাবে বিস্মিত-মন,—
"কাপুরুষ নাকি বাঙ্গালীগণ ?
পাঠানের নাই বীর্য্য তেমন ?
হিন্দু, বৌদ্ধ জানেনা যুদ্ধ,
ভয়ে করে পলায়ন ?
তবে আজি কি কারণ
বাংলার সেনা যুঝে সব ঠাই
জীবন-মরণ পণ ?

পরিবার পরিজন
তুচ্ছ তাহারা করিয়া গণ্য
চাহে স্বাধীনতা-ধন ?
কাহার পুণ্যে আজি এ' বঙ্গে
মুক্তি-বাসনা সমর-রঙ্গে
বালক, কিশোর, তরুণ সঙ্গে
মাতায় বৃদ্ধগণ ?"
বিষম বাঁধিল রণ।

মুক্তি-লাভের মতি
কেদারের মন ক্ষিপ্ত করিয়া
ছুটিল তড়িৎ-গতি,—
কাঁপিল গগন, কাঁপিল পবন,
মাতিয়া উঠিল সকলের মন,
মৃতের শরীরে আসিল জীবন।
হেরিলা শ্রীপুর-পতি
বিস্মিত-চিতে অতি,—
নানা ধর্ম্মের পাচিল ভাঙিয়া
গড়িল নবীন জাতি
মুক্তি-লাভের মতি।

মোগলের রণ-তরী
নৌ-সেনাপতি 'মন্দা' আনিল
বিপুল সজ্জা করি'।
'কারভেলো' তা'র তরণী-বহর
ঘুরায়ে ফিরায়ে চর-উপচর,
শত্রু-দৃষ্টি এড়ায়ে প্রখর
কালীগঙ্গায় পড়ি,'
নানা সঙ্কেত করি,'
মহাবেগে আসি' বাঁধা'ল সমর
বায়ু অনুকূল ধরি'—
শঙ্কিত হ'ল অরি।

ডাঙ্গায়, জলে চলিল সমর
তুলি' ভৈরব-নাদ ;
উড়িছে আকাশে শতেক নিশান,
ঘন ঘন বাজে ডঙ্কা-বিষাণ,
যুঝে দুই দল অভয়-পরাণ,
নাহি কোন অবসাদ।
প্রকৃতি দেবীও আসিলা দেখিতে
সঙ্গে ঝঞ্ঝাবাত।

এইরূপ যবে গেল কিছুকাল
এ মহাভীষণ রণে,
রাজা মানসিং অন্তরে তাঁ'র
বিষম প্রমাদ গণে ;—
রক্তগঙ্গা চলিছে ছুটিয়া,
হেরি' সকলের কম্পিত হিয়া ;
সেনাপতি এবে সমর ছাড়িয়া
ভগ্ন-নিরাশ মনে
কহিল সৈন্যগণে,—
"শ্রীপুর-বিজয় হ'ল না এবার,
যাও এবে ঐ বনে ;
শিবির-নিচয় রয়েছে ওখানে,
আবার আসিবে রণে।"

প্রবল ঝঞ্ঝবাতে
কারভেলো তা'র বাঁধিল বহর
দখিণ তীরের সাথে ;
বহিল যখন দক্ষিণ বায়
মোগল-বহর লহর-মালায়
দোল খেয়ে যেন মরণ দোলায়
উঠিল 'কোলে'র খাতে

দারুণ বাত্যাঘাতে।
মন্দারায় যে পায় না উপায়
বিষম বিপৎ-পাতে!

প্রহর খানেক পরে
মোগল-বহর ছিন্নভিন্ন
হইল যখন ঝড়ে,
কারভেলো সেই সুযোগ লভিয়া,
রণ-তরী যত ত্বরায় খুলিয়া,
অনুকূল বায়ে পাল তুলি' দিয়া
মোগল-বহর 'পরে
নিদারুণ বেগে পড়ে।
ধ্বংস-লীলার রঙ্গ চলিল
কালীগঙ্গার চরে।

প্রভাত হইল রাতি,
থেমে গেছে ঝড়, শান্ত সমর।
বিজয়োৎসবে মাতি'
বিক্রমপুর ধরিল আবার
নব-গৌরব-ভাতি।

শুনি' আকবর শাহ
সেনাপতি সহ ডাকিলেন তাঁ'র

রণবীর ওমরাহ।
"বঙ্গ-বিজয়-বাসনা আমার
পূর্ণ বুঝিবা হ'বে নাকো আর।
মোগলের যদি অজেয় কেদার,
কি বোধে তোমরা গাহ,—
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর ?"—
সুধালেন বাদশাহ।

রুষিয়া আবার আসিল বঙ্গে
রাজা মানসিং বীর,
কেদারো তাহার বাহিনী সঙ্গে
ছুটিল উচ্চ-শির,
আবার ভীষণ বাঁধিল সমর,
ঝন্ ঝন্ বাজে অস্ত্র-নিকর,
টঙ্কার-রবে শরাসন-ধর
ছুড়িল লক্ষ তীর;
গরজে কামান কাঁপায়ে বিমান,
ধরণী, নদীর নীর।

সহসা কাহার ক্ষত-বিক্ষত
রুধির-লিপ্ত দেহ ?
দুই বাহু তা'র বাঁধা শৃঙ্খলে

চিনিতে পার কি কেহ ?
বঙ্গদেশের দ্বাদশাদিত্য—
দ্বাদশভুঞার কীর্ত্তি নিত্য ;
শেষ প্রতিনিধি, নিদারুণ বিধি,
ছাড়িয়া শ্রীপুর-গেহ
কেন আজি যায় মোগল-শিবিরে
বলিতে পারকি কেহ ?

ষড়যন্ত্রের ফলে
মাতৃ-দ্রোহী সচীব-প্রধান
শ্রীমন্তখাঁর ছলে,
রণ-সঙ্কেত, ব্যূহের বিধান,
গুপ্ত-পথের লভি' সন্ধান
মোগল-সেনানী করি' খান্ খান্
শ্রীপুর-রক্ষী-দলে,
সিংহের মত কেদার রায়কে
বন্দী করিল বলে।—
শক্তিবিদ্যাপীঠের মহিমা
ডুবিল অতল জলে।

——:(•):

উপহার

"নাই সে মোগলরাজ্য ! বঙ্গদেশ মগের মুলুক !"—
উন্মত্তা রমণী এক দুই হাতে চাপি' তা'র বুক
কণ্ঠ চিরি' ফিরিতেছে কহি'।

বাঙ্গালার সিংহাসনে
সমাসীন সমারোহে সাথে করি' ওমরাহগণে
নবাব সায়েস্তাখান্ ; হেনকালে পাগলিনী আসি'
বক্ষে চাপি' দুই হাত, এলাইয়া রুক্ষ কেশরাশি,
কহিল ফুকারি,'— "নাই সে মোগলরাজ্য ! বঙ্গদেশ
মগের মুলুক !"

অমনি চকিতে সে কথার রেশ
সভাকক্ষ করিল মুখর। শাণিত-কৃপাণ তুলি'
রক্ষিদল আসিল ছুটিয়া ; পদের মর্য্যাদা ভুলি'
কোলাহল করি' উঠে রোষভরে ওমরাহগণ।
"খামষ্" গরজি' যবে বঙ্গপতি করিলা শাসন,
কক্ষতল হইল নীরব !"

ফিরি' রমণীর পানে,
রত্ন-সিংহাসন-পাশে ডাকি' তা'রে মধুর আহ্বানে
কহিলা নবাব,—"দেখ্ ক্ষেপি ! সম্রাট্ আলমগীর

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ; নবাব সায়েস্তা রণজয়ী বীর ;
তবু কেন মিথ্যা কথা বলিস্ এমন,—বঙ্গদেশ
মগের মুলুক ?"

"মিথ্যা কহি নাই, করি নাই শ্লেষ,"—
উত্তর করিল নারী,—"জানে লোকে মেঘনার তীরে
মগের দৌরাত্ম্যে সদা মিশিতেছে তটিনীর নীরে
মোগল প্রজার রক্ত ; দস্যুদের তোপের অনলে
সমৃদ্ধ নগর, পল্লী হইল শ্মশান ; পশুবলে
দলে দলে নারী, শিশু নৌকা ভরি' করিয়া হরণ
নানাস্থানে করিছে বিক্রয় ;—নির্ব্বিচারে প্রজাগণ
হতেছে নিহত।

আমার কাহিনী ? কেহ নাই মোর !
তিন তিন আক্রমণে গেছে সব, আছে আঁখি-লোর ;
জনকের মৃত দেহ সমাহিত করিয়া ভূতলে
ফিরিতেছি নানাঠাঁই।"—

এত কহি' পড়ি' কক্ষতলে
"বাবা ! বাবা !" বলি' নারী লাগিল কাঁদিতে ; তাড়াতাড়ি
নবাব সায়েস্তাখান্ নিম্নে আসি' রত্নাসন ছাড়ি'
স্নেহভরে মুছি' আঁখি, রমণীয়ে তুলিয়া আদরে
কহিলেন,—"আজ হ'তে কন্যা তুই, থাক্ মোর ঘরে ;
সাক্ষী খোদা, আমি তোর ধর্ম্ম-পিতা, ভোল্ মনস্তাপ ;

দেখিবে সায়েস্তাখান্ কত শক্তি, কেমন প্রতাপ
ধরে মগ আরাকান-রাজ।”

পরদিন ভোরে উঠি,’—
তখনো অরুণ-রাগ পূর্ব্বাকাশে উঠে নাই ফুটি,’—
নবাব আজান শুনি’ পড়িলা নমাজ ; তারপর
মন্ত্রণা-কুশল যত অস্ত্রপাণি ডাকি’ অনুচর
মন্ত্রণা-কক্ষেতে গিয়া বাঙ্গালার মানচিত্র খুলি’
করিলা মন্ত্রণা।

অপরাহ্নে সমর-তরণীগুলি
বহরে, বহরে আসি’ সৈন্যদল, তোপ, অস্ত্র-শস্ত্রে
হইল সজ্জিত লালবাগ-পোতাশ্রয়ে। রক্ত-বস্ত্রে,
পতাকা-দণ্ডের শিরে, রণ-রঙ্গে লাগিল নাচিতে
অগণিত শশিকলা। ধীরে ধীরে সুবর্ণ-তরীতে
উঠিলা নৌ-সেনাপতি বীরেন্দ্র হোসেন।

নদী-তীরে
বিপুল-বাহিনী সাথে অশ্বপৃষ্ঠে আসিলা অচিরে
নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বীরবর সেনানী ওমেদ।
আপনি সায়েস্তাখান্ মহাযত্নে শ্রেষ্ঠ রণবেদ
শিক্ষা দিলা বীরপুত্রে।

বঙ্গ-কাহিনী

দিবসান্তে আসিল যামিনী।
লক্ষদীপে বুড়িগঙ্গা-জলে লক্ষ রক্ত-কুমুদিনী
পুঞ্জে পুঞ্জে উঠিল ফুটিয়া। নাবিক-সৈনিক যত
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ভুলি' সাজ-সজ্জা করি' অবিরত
নিশাশেষে অভিযান করিল প্রস্তুত। শুভক্ষণে
শতেক দামামা যবে মহারোল তুলিল গগনে,
আরম্ভিল জয়-যাত্রা রণে।

ধলেশ্বরী উত্তরিয়া
তরীর বহরগুলি বায়ুভরে পাল তুলি' দিয়া
মেঘনার মুখে আসি' কৃষ্ণশ্বেত সলিলের রেখা
করে যবে অতিক্রম, লক্ষশিরে 'ধরি' ফেন-লেখা
উত্তাল তরঙ্গ-দল মেঘমন্দ্রে করিয়া গর্জ্জন
আসিতে লাগিল ছুটি'। ক্ষণকাল করি' নিরীক্ষণ
কৌশলী নাবিকগণ উচ্চকণ্ঠে তুলি' বারি-পীর
বদরের নাম, চলিল দলিয়া বেগে কৃষ্ণ-নীর
তটিনীর ফেনিল লহর।

মেঘনার দুই তীরে
দস্যুদের দুর্গ যত সুরক্ষিত পাষাণ-প্রাচীরে
একে একে করি' ধ্বংস কামানের দীপ্ত-হুতাশনে,
তরীর বহরগুলি ছুটিল নাচিয়া। ভীতমনে

শত্রুগণ শুনি' অনুক্ষণ,—"মোগল নৌ-সেনাপতি
নিয়তির মত আসে মহাক্ষিপ্র দুর্ণিবার-গতি !"—
তুলি' ঘোর কোলাহল দলে দলে করে পলায়ন
সাগরের দ্বীপপুঞ্জে।

সেনাপতি করিলা দর্শন
দক্ষিণ-সাগর-জলে সুবিশাল, শ্যামল-ধূসর
মগের প্রধান কেন্দ্র সোন্‌দ্বীপ নামে। নিরন্তর
বেলাভূমি করিছে মুখর সুনীল সাগর-বারি,
পোতাশ্রয়ে রণতরী ; স্থানে স্থানে শোভে সারি সারি
ছোট, বড় দুর্গরাজি,—লৌহ, কাষ্ঠ, পাষাণে রক্ষিত।
কারো শিরে দীপ্ত-চক্র, কারো শিরে পবনে চালিত
উড়িছে পতাকা।

দেখিতে দেখিতে রণ-তরীদল
হোসেনের বাণী শুনি' আচম্বিতে থামিল সকল।
তারপর শ্বেতধ্বজী একখানি সুসজ্জিত ছিপে
শান্তির প্রস্তাব নিয়া তীর-বেগে চলিলেন দ্বীপে
মোগলের রাজদূত।

অর্দ্ধপথ উত্তরিলা যবে
শত্রুদের দুর্গ হ'তে বহ্নি-পিণ্ড দ্রুম্‌-দ্রুম্‌-রবে
পড়িতে লাগিল ছিপে। রাজদূত ফিরিয়া তখন

হোসেনের কাছে গিয়া সবিশেষ করে নিবেদন
পতাকার অপমান।

সেই বার্ত্তা শুনি' সেনাপতি
রুষিয়া উঠিলা কহি'—"মগগণ অতীব তুর্ম্মতি,
ভস্ম হবে সোন্দ্বীপ।" এত বলি' ধরি' রণ-বেশ
অর্দ্ধচক্র-রেখাকারে ব্যূহ রচি' করিলা আদেশ,—
"তোপানলে দগ্ধ কর দ্বীপ-পুঞ্জ সপ্ত-দিবানিশি ;
গৃহ, দুর্গ, নর, পশু ভস্ম হ'য়ে যাক সব মিশি'
অতল জলধি-জলে।"

বহরের শত শত তোপে
উগারিল কালানল। শত্রুরাও নিদারুণ কোপে
দিল প্রত্যুত্তর। আঁখির পলকে ধূম্র-মেঘ উঠি'
আবরিল দিঙ্‌মণ্ডল ; তা'রি মাঝে করে ছুটাছুটি
শত শত অনলের দ্যুতি।

অষ্টম দিবস প্রাতে
উজলিয়া নীলাকাশ, নীলবারি কিরণ-সম্পাতে
উদয়-অচলে যবে ধীরে ধীরে উদিলা তপন,
হোসেন কহিলা হেরি,'—"কই দ্বীপ ? সোণার স্বপন
ভেঙ্গে গেছে মোগলের দারুণ আঘাতে।" দীন্ দীন্
গরজিল সমর-বিজয়ী সেনা ; সেনানী প্রবীণ

শুনি' সেই ধ্বনি শিহরে পুলকে।

থামিয়াছে রণ ;

মোগলেরা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করি' সমাপন
চলিল জাহাঙ্গীর-নগরে ফিরি'।

মাতিয়া বিজয়ে

দেশবাসী মিলি' দলে দলে বুড়িগঙ্গা-পোতাশ্রয়ে
সম্বর্দ্ধনা করে যত নাবিক-সৈনিকে ; হর্ষধ্বনি
মুখরিল দশদিক।

দিবাশেষে আসিল রজনী ;

বিপুল জনতা ফিরে উচ্চ-কণ্ঠে গাহিয়া গাহিয়া,—
"জয়, বঙ্গ-নবাবের জয়।" ওমেদ প্রাসাদে গিয়া
কহিলা ক্ষেপীরে, "ক্ষেপীদি,' কৈ তুমি ? লও নমস্কার
সোন্‌দ্বীপ-দুর্গেশের আনিয়াছি শির উপহার।"

—:(০):—

বীর।

"বঙ্গ-বিহারে তুই নবাবের
কখনো হ'বে না ঠাঁই,"—
শওকৎজঙ্ লিখিলা সিরাজে,—
"সাজিছে সৈন্য সমরের সাজে,
রেকাবে এখন তুলিয়া চরণ
সুধাই তোমারে ভাই,—
সুবোধের মত দিবে কি রাজ্য ?
অথবা যুদ্ধ চাই ?"

রুষিয়া তখন নবাব সিরাজ
মুর্শিদাবাদ ছাড়ি'
পূর্ণিয়া যেতে করে আয়োজন ;
মোহনলালের বাহিনী তখন
তরণী-বহরে করি' আরোহণ
ভাগীরথী দিল পাড়ি।
সৈন্যের দল গরজি' উঠিল
মুর্শিদাবাদ ছাড়ি'।

শওকৎজঙ্ ভয়েতে অধীর ;
বিলের প্রাকারে ঘেরা
উচ্চ-ভূমিতে ফেলিল শিবির ;
স্থপতি রচিল পাষাণ-প্রাচীর,
ব্যূহ-সম্মুখে শত শত বীর,—
গোলন্দাজের সেরা।
পূর্ণিয়া-পতি পশিলা শিবিরে
বিলের প্রাকারে ঘেরা।

মোহনলালের বিপুল বাহিনী
বল্‌দিয়াবাড়ী আসি'
সারি সারি সারি ছাউনি ফেলিল ;
থরে থরে থরে কামান সাজিল,—
গুরুম্ গুরুম্ গরজি' উঠিল
উগারি' অনল-রাশি ;
বাঙ্গালী সেনা মাতিল সমরে
বল্‌দিয়াবাড়ী আসি'।

শওকৎজঙ্ ভীতি-বিহ্বল
প্রমাদ গণিলা মনে ;
সেনাপতিগণ দিল আশ্বাস,—
"খোদার কৃপায় রাখি' বিশ্বাস

সমূলে শত্রু করিব বিনাশ
হেলায় জিনিয়া রণে।"
শওকৎজঙ্ তবু মনে মনে
বিষম প্রমাদ গণে।

সহসা তখন পশিল শিবিরে
লৌহ-গোলক দু'টী!
সজ্জিত-সেনা হ'ল চঞ্চল,
দিকে দিকে উঠে ঘোর কোলাহল,
পূর্ণিয়া-পতি শঙ্কা-বিকল
পালাইতে চা'ন ছুটি'।
সৈন্য-সাগরে তুলিল লহর
তোপের গোলক দু'টী।

দেওয়ানী-কক্ষে লিখিতে হিসাব
কলমে তুলিল মসী,
এমন সময় শ্যামসুন্দর
শিবিরের রোল শুনিয়া প্রখর
কাগজ, কলম ফেলি' দপ্তর
হস্তে লইল অসি।
বাঙ্গালী বীরে মিটা'ল বিরোধ
অসির সঙ্গে মসী।

দেখিতে দেখিতে তোপ এক সারি
ছাড়িল প্রাকার-তীর ;—
দ্রুম্ দ্রুম্ রবে বায়ু কম্পিত,
শত্রু-ছাউনি হইল মথিত,
সহসা ভূতলে হ'ল লুণ্ঠিত
বিপুল ধ্বজের শির।
শ্যামসুন্দর নামিল যুদ্ধে
ছাড়িয়া প্রাকার-তীর।

সিরাজ তখন কহিলা ডাকিয়া
সেনানী মোহনলালে,—
"দেখনা কেমন শত্রু-কামান
বরষে অনল কাঁপায়ে বিমান !
না জানি খোদা কি নিঠুর বিধান
লিখিলা আমার ভালে।"
অরি-বিক্রম দেখিয়া সিরাজ
ডাকিলা মোহনলালে।

"বান্দা কখনো সমরে জনাব !
পরাজয় নাহি মানে।"—
কহিয়া মোহন করি' কুরনিশ
নবাব-চরণে মাগিয়া আশীষ

শিরে ধরি' পুনঃ ধবলোষ্ণীষ
ছুটিল অভয়-প্রাণে।
সিরাজ পুলকে শুনিলা,—"বান্দা
পরাজয় নাহি মানে।"

কামানে কামানে বাঁধিল সমর,—
প্রলয় সৃষ্টি-নাশী ;
আকাশ, বাতাস আবরিল ধূম,
ছুটিল উ'ল্কা গুরুম্ দুরুম্,
ফাটিয়া কখন রম্য-ভীষণ
উড়ায় ফুল্‌কি-রাশি।
ধূমের তিমিরে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে
অনল সৃষ্টি-নাশী।

শ্যামসুন্দর লভিয়া সুযোগ
হইল অগ্রসর ;
মোহনলালের কামান নীরব,
গোলন্দাজেরা মানে পরাভব,
বিজয়ী সৈন্য তুলিল আরব,—
"আল্লাহু আকবর।"
শ্যামসুন্দর তোপ সাথে নিয়া
হইল অগ্রসর।

চীৎকার শুনি' শণ্ডকৎজঙ্
কহিলা সেনানীগণে,—
"শ্যামসুন্দর করিছে সমর,
তোমরা কি গণ রণের লহর ?"
না পারি' সহিতে বাক্যের শর
ছুটিল আক্রমণে।
শণ্ডকৎজঙ্ দিলা ধিক্কার
প্রবীণ সেনানীগণে।

অশ্বপৃষ্ঠে চলিল বাহিনী
আলোড়ি' বিলের জল ;
শ্যামসুন্দর দীপ্ত-রুচির
তোপের অনলে গাঁথিয়া প্রাচীর
রাখিল আবরি' সারি সারি বীর,—
সেনানী, সৈন্যদল।
বহ্নি আড়ালে ছুটিল বাহিনী,
ক্ষুব্ধ বিলের জল।

"ধন্য ধন্য"—কহিল সকলে,—
"শ্যামসুন্দর বীর !"—
এমন সময় প্রমাদ ঘটিল,—
লৌহপিণ্ড শিরেতে বিঁধিল ;

"দীন্ দীন্"-রব বাঙালী তুলিল
কাঁপায়ে বিলের নীর।
প্রিয় তোপ তার বক্ষে ধরিয়া
মরিল প্রবীণ-বীর।

মোহনলালের কামান তখন
গরজে বিকট রোলে ;
শওকৎজঙ্ দেখিলা আসিয়া,
বিপুল বাহিনী গিয়াছে মজিয়া,
শিরে দুই কর সজোরে হানিয়া
পড়িলা ধরণী-কোলে।
প্রভু ও ভক্ত গেলা পরলোকে
অরির বিজয়-রোলে।

——: (০) :——

পিতৃ-তর্পণ।

জমিদার শোভাসিংহ ভাবে মনে মনে,—
"হীনবল কৃষ্ণরাম, কেবা তা'রে গণে
বর্দ্ধমান-রাজ বলি' ?"
সাজিল অচিরে
সৈন্যদল পুণ্যতোয়া অজয়ের তীরে
সারি, সারি, সারি। উষাকালে দিনমণি
সুনীল-গগন রঞ্জি' শ্যামল-ধরণী
সুবর্ণ-কিরণ-জালে, উদিলেন ধীরে
সপ্ত-অশ্ব-রথে উঠি'। অজয়ের নীরে
কনক-লহর-মালা মৃদুল-পবনে
নৃত্য করি' নানারঙ্গে, কি ভাবিয়া মনে
তুলিল প্রবল রোল। অসি-ঝন্-ঝন্,
তুরগের হ্রেষারব, বাদিত্র-স্বনন,
বাহিনীর কোলাহল মিলিল সকল
তরঙ্গের কলনাদে। বিহঙ্গের দল
প্রভাতী কাকলী-গীতি না পারি' গাহিতে
ছাড়ি' নীড় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চারিভিতে
শঙ্কায় জড়িত-কণ্ঠ।

বাঁধিল সমর ;
রুধিরের উষ্ণধারা তুলিয়া লহর
মিলাইল তটিনীর সুশীতল জলে
সান্ত্বনিতে দেহতাপ।

বিদ্রোহীর দলে
সহসা উঠিল ঘোর জয়-কোলাহল।
নৃপতির ছিন্ন-শির চুম্বি' ধরাতল
বিমুক্ত শোণিত-স্রোতে ডুবিল অমনি।
শোভাসিংহ অট্ট হাসি' কহে,—"নৃপমণি!
একি হেরি দশা তব ? এ নহে শোভন,—
মহারাজ কৃষ্ণরাম লভুক আসন
উত্তুঙ্গ-অম্বর-তলে।"

এত বলি' যবে
মদমত্ত শোভাসিংহ বিজয়ী আহবে
ধরি' তা'র দীপ্ত বর্শা তুলিল ফলকে
নৃপতির ছিন্ন শির, ঝলকে ঝলকে
বহিল রুধির-ধারা। নিষ্ঠুর তাণ্ডবে
নাচিল বিদ্রোহী যত ঘোর অট্টরবে,—
শোণিত-পিপাসু যেন পিশাচের দল
মানবের মূর্ত্তি ধরি'।

জয়োদ্দীপ্ত-বল
শোভাসিংহ মহাবেগে করিল প্রয়াণ
বর্দ্ধমান-অভিমুখে। ভয়ে ম্রিয়মাণ
রাজপুত্র শশব্যস্ত করি' পলায়ন
মহাযত্নে রক্ষাকরে নিজের জীবন
কাপুরুষ-সম। রাজ-ভক্ত সেনা যত
শত্রুসনে প্রাণপণ যুঝি' অবিরত
একে একে রণ-রঙ্গে বরিল ধরায়
বীরেন্দ্র-বাঞ্ছিত মৃত্যু। বিদ্রোহী হেলায়
মহামূল্য কোষাগার করিয়া লুণ্ঠন
অর্থলিপ্সু সঙ্গি-বৃন্দে করে বিতরণ
অতুলিত ধনরাজি।

ছাড়ি' রত্নাগার
শোভাসিংহ কৌতুহলে চলিল রাজার
সুবিশাল অন্তঃপুরে। দীপ্ত অসি করে
পুরাঙ্গনা মিলি' যত ধর্ম্ম-রক্ষা-তরে
আত্মাহুতি দিল কেহ জলন্ত অনলে,
কেহবা ত্যজিল প্রাণ তীব্র-হলাহলে।
বিদ্রোহী সহসা ছুটি' করিল বন্দিনী
বীরবালা সত্যবতী,রাজার নন্দিনী,—

নারীরূপে মূর্ত্তা যেন অচলা দামিনী।
হেরি' বার বার,—"কে এই কামিনী ?
দেবী, কি মানবী ?" সদা ভাবিল অন্তরে
হতবুদ্ধি শোভাসিংহ।

দিগ্ দিগন্তরে
বিদ্রোহীর জয়-বার্ত্তা হইল প্রচার।
ক্রমে ক্রমে নানাস্থান করি' অধিকার
ভাগীরথী-তীরে যত প্রসিদ্ধ বন্দর
করিল লুণ্ঠন। ফৌজদার ধুরন্ধর
সাধুর কৌপীন ধরি' গভীর নিশীথে
উত্তরিয়া সুরধুনী ধায় আচম্বিতে
যশোহর-দুর্গপানে।

"শুন হে রহিম,"—
কহে শোভাসিংহ,—"তব বীরত্ব অসীম ;
বিদ্রোহের রণে তুমি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
যাও বীর, সেনাসঙ্গে যাও শীঘ্রগতি,—
গঙ্গার অপর তীরে লভিয়া বিজয়
তোল নাদ দীন্ দীন্। নাহি কোন ভয়
খোদার আশীষে।"

বিজয়ী বিদ্রোহী বীর,—
রণশ্রান্ত শোভাসিংহ,—চিন্তাতপ্ত-শির
অশ্বপৃষ্ঠে বর্দ্ধমানে ফিরিল সত্বর।
বনিতা কহিল,—"নাথ, জিনিলা সমর,
লভিলা বিজয়-মাল্য, তবু কেন আজ
ললাটে কালিমা-রেখা? কহ মহারাজ,
সে কথা দাসীরে তব।"
হাসি' শুষ্ক মুখে
শোভাসিংহ কহে,—"প্রিয়ে! থাকি মহাসুখে
যতক্ষণ রহি কাছে। রণ-চিন্তারাশি
যে চিহ্ন লিখিল ভালে, তব কাছে আসি'
গেল কাটি' সে কালিমা; আনন্দের ভাতি
দেখ উঠিছে ফুটিয়া। যাও এবে রাতি,
শ্রান্তদেহ চাহিছে বিশ্রাম!"

কারা-গেহে

সুপ্ত রাজবালা; সহসা লভিয়া দেহে
পুরুষের করস্পর্শ, উঠিলা গর্জ্জিয়া
দলিত-ফণিনী-সম; কাঁপে ঘন হিয়া
রোষ-বেগে।

"শোভাসিংহ! পাপ অভিলাষ
নাহি যদি কর ত্যাগ, হবে সর্ব্বনাশ
মহিলার অভিশাপে ; রাখিও স্মরণে
দ্রৌপদীর মনস্তাপে কুরুক্ষেত্র-রণে
মজিল ক্ষত্রিয়-শক্তি।"

"দেখ, রাজপুত্রি!
নহি আমি কাপুরুষ, নহি দীর্ঘসূত্রী ;
বিফল মিনতি যদি, আছে ভুজবল।"—
এত বলি' শোভাসিংহ ধরিল কেবল
বালিকার বস্ত্রাঞ্চল, পলকে তখন
ক্ষিপ্রকরে সত্যবতী করিয়া গ্রহণ
বক্ষের বসনে গুপ্ত শাণিত-কৃপাণ
হানিলা পাপীর বক্ষে,—মুক্তির নিদান
সঙ্কটে প্রবুদ্ধ শক্তি।

ভূতলে লুণ্ঠিত
বিদ্রোহীর দেহ চিরি' হইল উত্থিত
শোণিতের সীতাকুণ্ড ; বালিকা তখন
শত্রু-রক্তে জনকের করিলা তর্পণ।

——:(*):——